ভূমিকা

চিত্রকলা মানুষের জীবন, সমাজ, কল্পনা ও নান্দনিক সৃষ্টির প্রতিবিম্ব; এবং চিত্র-সাহিত্য সার্বিক জীবনের প্রতিফলন। কিন্তু অদ্যাবধি বাংলায় নাটক, উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মূল্যবান গবেষণার কাজ প্রচুর হলেও মননশীল সুধী গবেষকগণ বাংলার সমৃদ্ধ চিত্র-সাহিত্যের ওপর মনোযোগী দৃষ্টি আরোপ করেননি। চিত্রালোচনা ও চিত্রকলা বিষয়ক সমালোচনা সার্বিকভাবে বাংলা সাহিত্যে কীরূপ স্থান অধিকার করে আছে এবং এতদ্‌বিষয়ক নিবন্ধগুলি চিত্রকলার ব্যাখ্যাস্বরূপ বাংলা সাহিত্যকে কীরূপে সমৃদ্ধ করেছে – তার অনুসন্ধান ও অনুশীলন যুক্তিপূর্ণভাবেই বাঞ্ছনীয়। গবেষণাপত্রে এই অজ্ঞাতপূর্ব দিকটিকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছি।

সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনযুদ্ধে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং নিজের অন্তস্থিত সত্তার উপলব্ধিতে বিকশিত হয়েছিল সৃষ্টিকল্প ও নান্দনিক চেতনা যার সম্মিলিত ফলশ্রুতিতে বিকশিত হল চারুকলা। প্রকৃতির রূপ, রস, সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানুষ তার সৃজনশীল সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিল সাহিত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায়। মানুষ তার উৎসুক দৃষ্টি দিয়ে খুঁজেছে জীবনের পরশপাথর; বর্ণমুগ্ধ মানুষ সূর্যালোকের সাতটি রঙ পেয়েছে আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রে, সবুজ প্রান্তরে, পাথরে, মৃত্তিকায়, পত্রে ও পুষ্পে। তার সৃজনশীল কর্মের ছাপ রেখে গেছে গুহাগাত্রে, বিবিধ নির্মাণকার্যে, বিভিন্ন যুগের চারুকলায়, ভাষায়, সঙ্গীতে, নৃত্যে।

বর্তমান গবেষণাপত্রে বিশ্বচিত্রকলার প্রেক্ষাপটে চিত্রের স্বরূপ, প্রয়োজনীয়তা, উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনের গতিপথ ধরে তার বৈচিত্র্যের বিষয় ও রূপসন্ধান ঘটেছে। সমাজে চিত্রকলার স্থান নির্ণিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার ঐতিহ্যানুযায়ী চিত্রকলার মাঝে ভারতীয় চিত্রকলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন ও ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে চিত্রকলা কী ও কেন এই বিষয়ে। বিবৃত হয়েছে চিত্রকলার দর্শন, সমাজ ও চিত্রকলার সম্পর্ক। বর্তমান আলোচনায় স্থান পেয়েছে মিশরীয়, আসিরীয়, সুদূর প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্য চিত্রকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ভারতীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে। প্রাক্ আধুনিক ও আধুনিক পর্বে পাশ্চাত্য চিত্রকলার সংস্পর্শে ভারতীয় চিত্রকলার যে পরিবর্তন ঘটেছিল এবং পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিংবা বিকল্প হিসেবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্ররীতির যে নবজাগরণ ঘটেছিল তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এই নবজাগরণে চিত্রবিষয়কে কেন্দ্র করে অবনীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের শিল্পশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নতুন কলেবর লাভ করে। বাংলার জনমানসে চিত্রকলা বিষয়ক চর্চা নতুন রুচিবোধের জন্ম দেয়। শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চার এক উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন। বেঙ্গল স্কুল অব আর্টের দৌলতে অজন্তা থেকে মুঘল চিত্রশৈলীর ভারতীয় চিত্রধারা যেমন পুনরানুশীলনে ফিরে আসে; তেমনি রবি বর্মা থেকে পাশ্চাত্যের প্রভাবও আধুনিক ভারতের মিশ্র চিত্রশৈলীর ধারা নির্মাণে সাহায্য করে। আধুনিক পাশ্চাত্যের বিভিন্ন যুগের চিত্রধারা ভারতীয় শিল্পীদের অনুরাগ, অনুসরণ ও অনুকরণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এদেশের শিল্পী অনুকরণের চেয়ে অনুসরণ করেছেন বেশি, কারণ ভারতীয় চিত্রশৈলী ও নান্দনিক প্রভাব তাঁদের মধ্যে ফল্গুধারার ন্যায় বিদ্যমান ছিল; তাই এদেশের শিল্পীর তুলিতে যা বেরিয়ে এসেছে তা প্রকৃত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশ্ররূপ। তবে অনুকরণ যে হয়নি এমন নয়।

বর্তমানে নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা যায় যে, চিত্রকলা নিঃসৃত যে সাহিত্য প্রথিতযশা চিত্রালোচক ও সমালোচকগণের দ্বারা বাংলায় গড়ে উঠেছে, তা পরিধিতে অতিকায় না হলেও যথার্থভাবেই গাম্ভীর্যপূর্ণ। প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে শুরু করে চিত্রলিপি এবং চিত্রলিপি থেকে কালানুক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিপির আবিষ্কার ও লিপিন্যাসের মধ্য দিয়ে ভাষা ও চিত্রকলার আত্মিকতা আনুপূর্বিক অব্যাহত। চিত্রকলা ও ভাষার এই নিরন্তর ভাবের সংযোগ অনিবার্যভাবেই সাহিত্য ও চিত্রকলাকে সঙ্গতিপূর্ণ সমণ্বয়ে আবদ্ধ করেছে। অতএব সাহিত্যে চিত্রকলার স্থান অপরিহার্য। অপরদিকে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নৃত্য ও সঙ্গীতে স্বকীয়ত্বের মতোই চিত্রকলাও স্বতন্ত্র এক নিয়মানুসারে পরিবর্ধিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে চিত্রকলারও এক নিজস্ব ইতিহাস, অঙ্কন বিজ্ঞান, রূপের প্রাণছন্দ, বিচারের মাপকাঠি, ব্যাখ্যার গতিধর্মী দর্শন ও পরিভাষা স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠেছে যা সম্মিলিত ভাবে রূপায়িত করেছে অনুপমেয় চিত্রালোচনা ও চিত্রসমালোচনার নিগূঢ় সাহিত্য ধারাকে। এই নিটোল চিত্রকলা সাহিত্য বহুজনের অনধিগত বলেই তদ্‌বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব, তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা অনস্বীকার্য।

চিত্রকলা বৃহদার্থে জীবনের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিবিম্ব। প্রভাত ও সায়াহ্ন, আলো ও আঁধারের উত্থান পতনের মতোই সর্পিল পাথেয় রচনায় জীবনধারা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রগতিশীল। শিল্পীর মানসসত্তা প্রকৃতির নিয়মে নিষ্ঠ হয়ে বাস্তবমুখী হলেও জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার বিচিত্রানুভূতিতে কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নচারী। অতীতের স্মৃতি, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও অনাগতকালের প্রত্যাশার বিমূর্তালেখ্য চিত্রীর তুলির গতিপথে স্থান করে নেয়। তাই চিত্রপটে চেতন, অবচেতন ও মগ্নচৈতন্য মনের পরিসীমা জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারেই লক্ষিত হয়, মুছে যায় বাস্তব ও অলীকের প্রাচীর। অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা হারিয়ে যায়, ভাবাবেশে অনুচিন্তা ও ভবিষ্যত কল্পনা একাকার হয়। বাস্তবের সীমিত দিগন্তে অলীক কল্পনা ও স্বপ্নলোক আসর জাঁকিয়ে বসে। জীবন ও স্বপ্ন, স্বপ্ন ও কল্পনা, জীবন, স্বপ্ন, কল্পনা ও বাস্তবতা – ভাবনা ও অস্তিত্বরই গতিচক্রের সর্বত্রই চিত্র-সম্ভাবনা বিরাজমান। এই চক্রের

অন্তঃস্থিত যোগসূত্রে অনুভব একমাত্র মনোবিজ্ঞান ও চিত্রকলা বিষয়ক দর্শনভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যতীত সম্ভব নয়। চিত্রকলার চর্চা ও চিত্রালোচনা সাহিত্যের এই বিশ্লেষণমূলক গবেষণা নিবন্ধে তাৎপর্যপূর্ণভাবেই চিত্রকলা বিষয়ক মনোবিজ্ঞান ও দর্শনকে অনুভবের পাথেয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রবিষয়ের দার্শনিক প্রেক্ষাপট এবং চিত্রীর মনোভাব জ্ঞাত না হলে চিত্রবিষয় ও চিত্রপ্রতীকের গভীরতা অনুধাবন সম্ভব নয়। তজ্জন্য চিত্রকলায় জীবন ও প্রকৃতির প্রতিধ্বনি অনুধাবনার্থে সমালোচনা সাহিত্যে নিম্নবর্ণিত ধারাগুলি অনুসরণীয় ঃ

ক) চিত্র ও বাস্তবতা খ) চিত্র ও কল্পনা গ) চিত্র ও তথ্য ঘ) চিত্র ও স্মৃতি
ঙ) চিত্র ও অলীকত্ব চ) চিত্র ও স্বপ্নচারিতা ছ) চিত্র ও মনের অবচেতন এবং মগ্নচৈতন্য স্তর
জ) চিত্র ও প্রতীক ঝ) চিত্র ও ভাবাবেশ ঞ) চিত্র ও ঐতিহ্য ট) চিত্র ও তত্ত্ব
ঠ) চিত্র ও আদর্শ।

বাংলা সাহিত্য আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর মতো কোনও উঁচুমানের শিল্প সমালোচকের জ্ঞানগর্ভ বিবৃতির স্বাক্ষর বহন না করলেও বাংলায় চিত্রালোচনা সাহিত্য অপ্রতুল নয়। এই সাহিত্যে মূল অনুশীলনের বিষয়বস্তু অবশ্যই ভারতীয় চিত্রকলা, অথচ পাশ্চাত্যের এবং সুদূর প্রাচ্যের শিল্পধারা ও চিত্রকলা বিষয়ে কোনও অনভিজ্ঞতার স্থান নেই। এই ধারাগুলির শিল্পগত, রূপগত, আকারগত, বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত তফাৎ কোথায় তাও সুনির্মিত হয়েছে। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো থেকে অজন্তা-ইলোরা, রাজস্থানের পাহাড়ি ও কাংড়া এবং মুঘল চিত্রশৈলী থেকে কালীঘাটের পটুয়াচিত্র ও অধুনা 'বেঙ্গল স্কুল ও অব আর্ট' এর চিত্রান্দোলন পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রকলার সুবিশাল দিগ্‌বলয় সুদূর প্রসারিত।

একাগ্র নিরীক্ষণে বাংলা ভাষায় চিত্রালোচক ও সমালোচকগণের দু'টি গোষ্ঠী লক্ষ্যণীয়। প্রথম গোষ্ঠীতে স্থানাধিকার করেছেন শিল্পী সমালোচকগণ বা স্বয়ং চিত্রীগণ এবং দ্বিতীয়টি গঠিত হয়েছে অশিল্পী সমালোচকগণের সমণ্বয়ে। তবে সমস্ত চিত্রকর সাহিত্যিক নন আবার সমস্ত সাহিত্যিক চিত্রী অথবা চিত্র সমালোচক নন। কিন্তু অনবদ্য চিত্রালোচনা ও চিত্র সমালোচনা নির্দ্বন্দ্বে সৎ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রমুখ চিত্রীগণ শুধু চিত্রার্পণেই নিবিষ্ট ছিলেন না, তাঁদের সুগভীর চিত্রালোচনা নির্বাহ সর্বস্তরের শিল্পানুরাগীকে উদ্বুদ্ধ করে। এই স্তরের সমালোচকদের নিবন্ধে ও গ্রন্থে অগণিত চিত্র প্রতিরূপ ও চিত্র প্রতীকের প্রাবল্য বিমুগ্ধকর। প্রকৃতির উপমার বৈচিত্র্যে তাঁদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা নিসর্গ চিত্রানুরূপ ও মনোগ্রাহী। এরূপ বিশ্লেষণে চিত্ররস ও সাহিত্যরসের অন্বিতি সাফল্য লাভ করেছে।

অশিল্পী সমালোচকগণের গোষ্ঠী সংখ্যায় বৃহত্তর। তবে এঁদের মধ্যে দু'একজন অল্পবিস্তর চিত্রাঙ্কনও করেছেন। এঁদের ব্যাখ্যা বহুলাংশে ভাবগম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও কালের চিত্রকলার

সমান্তরালে ভারতীয় চিত্রকলার স্বরূপ, প্রকৃতি, ভাব, রূপ ও সৌন্দর্য চেতনার বিশ্লেষণ, বিচার, মূল্যায়ন সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের দ্বারা চিত্রবিজ্ঞান, চিত্রদর্শন, শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের মতো বহুবিধ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা ও জিজ্ঞাসার নিষ্পত্তির ফলশ্রুতিতে অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধে সুদূর প্রাচ্যের চিত্রকলার ধারা এবং প্রতীচ্যের রিয়ালিজম, ইমপ্রশনিজম, দাদাইজম, সুপ্র্যামান্টিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম এবং সুররিয়ালিজম এর মতো যুগান্তকারী শিল্পান্দোলনগুলি বর্ণিত হওয়ায় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক অচিন্ত্যপূর্ব নব্যবিষয়বস্তুর বাতায়ন তৈরি হয়েছে। পরিণামে সাধারণ বাঙালি পাঠকের জ্ঞানাকাঙ্খী মানসে উদ্ভাসিত হয়েছে পাশ্চাত্য চিত্রকলার বিচিত্র দিগন্ত এবং অঙ্কুরিত হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্পধারায় তুলনামূলক আলোচনার সমণ্বয়ের প্রয়াস।

সভ্যতার বিবর্তনে চিত্রকলা ও সাহিত্যকে সমাজের দর্পণরূপে পরিগণিত করলে ভুল হবে না। যে সমাজ যত বেশি সভ্য তার চিত্রকলা ও সাহিত্যও তত বেশি আভিজাত্যপূর্ণ ও উঁচু স্তরের। চিত্রকলা ও সাহিত্য মানুষের রুচি, চাহিদাবোধ ও ধারণার যুগোপযোগী পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন সঙ্গতি রক্ষা করে চলে তেমনি কালপূর্ব চিন্ত াভাবনা ও আদর্শের প্রতি দিগ্‌নির্দেশ করে বৈপ্লবিক পথে সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের বীথিকাও রচনা করে নতুবা বিবর্তন শম্বুকগতি প্রাপ্তিতে বাধ্য। বাংলার নবজাগরণ থেকে অদ্যাবধি বাঙালি সমাজের বৌদ্ধিক পরিবর্তন ও দীপায়ন-লব্ধ উন্নয়নের ধাপগুলিও সাহিত্য ও চিত্রকলার প্রভাবরহিত নয়। বিগত দুই শতাব্দীতে আধুনিক যুগ উন্মোচনে চিত্রদর্শন বিস্মৃত – প্রায় অনভ্যস্ত বাঙালি সমাজকে চিত্রকলাপ্রেমী রূপে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র নবযুগের চিত্রান্দোলন ও চিত্রালোচনা সাহিত্যের মাধ্যমে। নিস্তরঙ্গ অবক্ষয়ের কালাগ্নি নির্বাপিত করে এই নতুন জীবনোচ্ছ্বাস প্রভাবিত করেছে বাঙালির আশৈশব শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকশিত করেছে তার অন্তর্বৃত সংস্কৃতিকে। সেদিক বিচারে এই গবেষণা পত্রটি বাংলা চিত্রালোচনা সাহিত্যের দর্পণ।

আমার গবেষণাপত্র 'বাংলা চিত্রকলা-সাহিত্য' সম্পূর্ণ হয়েছে আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক শ্রী অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের সার্বিক নির্দেশনায়। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই কাজ সম্ভব হত না। গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরিতে আমি আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে ঋণী। এই গবেষণায় আনুষঙ্গিক বিধিবদ্ধতার কাজে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের প্রাক্তন নিয়ামক এবং বর্তমানে রেজিস্ট্রার ডঃ দিলীপ সরকারের সহায়তা লাভ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুবোধ কুমার যশ, ড. নিখিলেশ রায়, অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা, ড. মীর রেজাউল করিম, ড. দীপককুমার রায় প্রত্যেকেই আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। প্রেরণা পেয়েছি দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. পবিত্র কুমার

রায়ের নিকট থেকে এবং অধ্যাপক রঘুনাথ ঘোষ ও অধ্যাপিকা মঞ্জুলিকা ঘোষের স্নেহপূর্ণ সহযোগিতায় ধন্য হয়েছি। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, আমার সহকর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা আর শিক্ষাকর্মী এবং আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যাপিকা ড. রত্না দে-র উৎসাহ আমাকে নিরন্ত অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন দু বছরের সবেতন ছুটি মঞ্জুর না করলে আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হত না। কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার এর লাইব্রেরী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থভবন ও তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগারের সহযোগিতার ফলেই এ কাজ করে উঠতে পেরেছি।

সুলেখা পণ্ডিত

সুলেখা পণ্ডিত
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার
১৫.০৮.২০০৯